ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৮১
আগরতলা, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বিধানসভা সংবাদ

জনগণের জন্য জরুরী পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এসেনশিয়েল সার্ভিসেস মেন্টেনেস বিল-২০১৯ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে উন্নয়নের কর্মকান্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন পরিষেবাও বিস্তৃতি লাভ করছে। রাজ্যবাসীকে দেওয়া বিভিন্ন পরিষেবা এখন শুধুমাত্র সরকারিভাবেই সীমাবদ্ধ নেই। তা ছড়িয়ে আছে বেসরকারি স্তরেও। সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশাও অনেক বেড়েছে। জনগণের প্রত্যাশা হলো স্বচ্ছ, গুণগত এবং সহজলভ্য পরিষেবা। সরকারও জনগণকে নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। জনগণের জন্য জরুরী পরিষেবা নিশ্চিত করতেই সরকার দ্য ত্রিপুরা এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেন্টেনেন্স বিল - ২০১৯ অনুমোদনের জন্য বিধানসভায় উপস্থিত করেছে। আজ এই বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। আলোচনার পর দ্য ত্রিপুরা এসেনশিয়াল সার্ভিসেস মেন্টেনেন্স বিল, ২০১৯ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ৯ অফ ২০১৯) সভায় গৃহীত হয়।

এই বিলটি কেন বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য আনা হলো এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বিধানসভায় জানান, জনগণের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে কিছু পরিষেবা প্রকৃতগতভাবেই খুবই জরুরী। যেগুলো বাধাপ্রাপ্ত হলে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, অন্দ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যগুলি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা চালু রাখার জন্য এই আইন চালু করেছে কেন্দ্রীয় আইন অনুসরণ করে। এই রাজ্যগুলি পানীয়জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ক্ষেত্রে, চিকিৎসা পরিষেবা, দুধ সরবরাহ, যানবাহন চলাচল প্রভৃতি বিষয়গুলিকে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বহাল রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে আই জি এম হাসপাতালে হঠাৎ করেই ডায়ালিসিস করার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এধরণের ঘটনা অমানবিক। একটি বেসরকারি সংস্থা ডায়ালিসিস করার দায়িত্বে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিঘ্নিত হয় এবং জনসাধারণ সমস্যায় পরেন তখন সর্বশেষ বিকল্প হিসেবে রাজ্য সরকার যেন এই আইন প্রয়োগ করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই বিলটি বিধানসভার অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। যেকোন পরিস্থিতিতে জনগণকে নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার এই আইন বলবৎ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি কর্মচারিদের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ন করছে। তারা স্বাধীনভাবে কাজ করছেন। এই আইন সরকারি কর্মচারি বিরোধী নয়। রাজ্যের স্বার্থে যেন আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি তার জন্যই এই আইন।

বিস্তারিত আলোচনার পর বিলটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক ড. দিলীপ দাস, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এ বিষয়ে আলোচনা করেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এই বিলের বিরোধীতা করেন এবং বিরোধী দল ওয়াক আউট করে।

****